ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে সিনেট সদস্য, সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, অফিস প্রধানবৃন্দ, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরগণের সমন্বয়ে ৩১ মার্চ ২০১৯ রবিবার সকাল ১১:০০ টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

: সভার কার্যবিবরণী :

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় :-

১. বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ চারুকলা অনুষদ থেকে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা নির্বিঘ্ন প্রদক্ষিণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বাহিনী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হোক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য **প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**-কে অনুরোধ করা হলো।

২. বাংলা নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করে তা মনিটরিং করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হোক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন **প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**।

৩. মঙ্গল শোভাযাত্রার কোন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা যেন না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হোক।

৪. ঐদিন ক্যাম্পাসে ভুভুজিলা বাঁশি বাজানো এবং বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হোক। এছাড়াও ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন ধরনের মুখোশ পরা ও ব্যাগ বহন করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক অনুরোধের প্রেক্ষিতে যারা হাতে নিয়ে মুখোশ প্রদর্শন করবেন তাদের তালিকা প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য **ডিন, চারুকলা অনুষদ** ও **প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**-কে অনুরোধ করা হোক।

৫. নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপরাহ্ন ৫:০০ টা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। ৫:০০ টার পর কোন ভাবেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা যাবে না, শুধুমাত্র বের হওয়া যাবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারসমূহে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ও লোকবল রাখা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ স্টিকার ব্যতিত কোন যানবাহনই ১৩-০৪-২০১৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭:০০ টার পরে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না এবং নববর্ষের দিন অর্থাৎ ১৪-০৪-২০১৯ তারিখ সকাল থেকেই কোন ধরনের যানবাহন ক্যাম্পাসে চলাচল করতে পারবে না ও মোটরসাইকেল চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। এছাড়া নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসের বাহিরে যাওয়া বা ভিতরে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র নীলক্ষেত মোড় সংলগ্ন গেইট (মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ) ও পলাশী মোড় সংলগ্ন গেইট ব্যবহার করবেন। উক্ত বিষয়গুলো আগে থেকেই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এ বিষয়ে **পরিচালক, জনসংযোগ অফিস** প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. বাংলা নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগত ব্যক্তিবর্গ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের জন্য চারুকলা অনুষদ সংলগ্ন ছবির হাটের গেইট, বাংলা একাডেমির সম্মুখস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গেইট ব্যবহার করতে পারবেন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে প্রস্থানের পথ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গেইট, রমনা কালী মন্দির সংলগ্ন গেইট ও বাংলা একাডেমির সম্মুখস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট ব্যবহার করতে পারবেন।

৭. অনুষ্ঠানের দিন ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ রাজু ভাস্কর্যের পিছনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট বন্ধ রাখা হোক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন **প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**।

৮. নববর্ষের দিন সন্ধ্যার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাথে আলোচনাপূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন **প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**। এছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রার কাজের সুবিধার্থে অবিলম্বে চারুকলা অনুষদে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হোক।

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে ৪টি জোনে ভাগ করে (১। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ২। চারুকলা অনুষদ ৩। বাংলা একাডেমী ৪। কলা ভবন) বিশ্ববিদ্যালয়ের **বি এন সি সি, রোভার ও রেঞ্জার** সদস্যদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবামূলক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এছাড়াও প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য **প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।

১০. অনুষ্ঠানের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের যত্র তত্র যেন দোকানপাট/মেলা না বসে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। এ বিষয়ে **এস্টেট ম্যানেজার ও প্রক্টরিয়াল টিম** যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে ক্যাম্পাসে আগত ব্যক্তিবর্গের জন্য মেলার স্থান হিসেবে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের মাঠটি নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে **প্রাধ্যক্ষ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল** প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নববর্ষের দিন সকল ধরনের অনুষ্ঠান বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

১২. বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের এক/দুই দিন আগেই পুরো ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে "বিন" রাখার বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য **প্রধান প্রকৌশলী** ও **এস্টেট ম্যানেজার**-কে অনুরোধ করা হোক।

১৩. হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠ সংলগ্ন এলাকা, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা, দোয়েল চত্বরের আশে-পাশের এলাকা ও কার্জন হল এলাকায় **মোবাইল পাবলিক টয়লেট** স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **এস্টেট ম্যানেজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**।

১৪. সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা ওয়াসা, মেট্রোপলিটন পুলিশসহ কিছু প্রতিষ্ঠান কয়েকটি স্পটে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সমাগতদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন। তবে এতদ্‌সংক্রান্ত শৃঙ্খলার বিষয়টি **প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়** মনিটর করবেন।

১৫. নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য **প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**-কে অনুরোধ করা হোক।

১৬. নববর্ষের দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ইভটিজিংসহ যেকোন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম মোকাবেলায় মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা থাকবে। এতদ্‌বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সমন্বয় করবেন।

১৭. নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি হেল্প লাইন ডেস্ক স্থাপন করা হোক। এ বিষয়ে প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।

১৮. নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান মেডিকেল অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে অনুরোধ করা হোক।

১৯. নববর্ষের দিন কার্জন হল এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় (শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর) বহুল প্রতিক্ষিত মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ সামগ্রী বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এজন্য নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগত ব্যক্তিবর্গ চলাচলের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য পরিচালক, জনসংযোগ অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২১. সভায় আগামী বছর অর্থাৎ ২০২০ সাল থেকে (বাংলা ১৪২৭) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালক, প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

২২. নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে আগত ব্যক্তিবর্গের চলাচল ও নিরাপত্তার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার এবং শেখ রাসেল টাওয়ারের নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী -কে অনুরোধ করা হোক।

২৩. বর্ষবরণের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধূলা-বালি কমানোর জন্য পানি ছিটানোর বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী।

২৪. বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে অনুরোধ করা হোক।

২৫. বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, জনসংযোগ অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২৬. বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করা হলো :